পায়ে পায়ে নাগ টিববা

বরুন দাস

পাক্কা দু'ঘন্টা মনোরম পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে মধ্য দুপুরে আমাদের হাইওয়ে বাস এসে পৌঁছলো বেলবলে। ঘড়িতে তখন ঠিক বারোটা। পাশেই পালিঘাট নদী। পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে যাওয়া জলস্রোত নজর কাড়ে সহসা। এখান থেকে জীপে সুন্দর নগর - থ্যোচুর হয়ে দেবলসারির বনবাংলা। রাস্তা ভঙ্গুর ও সংকীর্ণ বলে বাস যাবে না। বছর পাঁচেক হলো পাহাড় কেটে পথ তৈরি হয়েছে। ঝুরোমাটিও বোল্ডার বিছানো বিপজ্জনক রাস্তা। হাঁটা পথকেই এখন জীপ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ষাকালে এ পথে যাতায়াতঝুঁকিবহুল। কারণ যে কোন মুহর্তে ঝুরো মাটির পথ ধবসে পালিঘাটের খাদে মিশে যেতে পারে। জানদিকে দাঁড়ানো কিংবা ওপরের পাহাড়ও বৃষ্টি ছাড়াও যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এ পথের বাঁকে বাঁকে ঝুঁকি। তবু সমতলের নিরাপদ জীবন ছেড়ে ছুটে আসেআমাদের মতো ট্রেকিং প্রিয় কিছু মানুষ। কানু বিনা গীত নেই - এর মতো জগমোহন বিনা গতি নেই এই আনকোরা পাহাড়ি অরণ্যে। সুতরাং আবার তার শরণাপন্ন হতে হল। অনুরোধ উপরোধের প্রবল প্রবাহে সে কিছুটা ইতিবাচক সাড়া দিল। আমাদেরকে এগুতে বলে সে লম্বা পায়ে ছুটলো নাগটিববার পথে। যদিও রথিন চত্রবর্তীর স্থির ঝিাস ধীমান এ পথে আসেনি। সবিতা দেবীর অসংলগ্নকতার সারবত্তা থেকেই সহ - দলপতির এ ধারণা জন্মেছে। তবুও মানসিক সান্ত্বনার জন্যই জগমোহনকে ধীমানের খোঁজে পাঠানো। এমন উটকো ঝামেলার জন্য বিভাস ক্ষুব্ধ।আমরা অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগুতে থাকি সামনের দিকে। বসাক পরিবার সবার আগে। রথিন চত্রবর্তী, তাপস, প্রদীপ, বিভাসপরের সারিতে। আমি এদের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিছুটা পেছনে প্রদ্যোৎবাবু, ব্রহ্মবাবু, লীনা, রামপ্রসাদ ও সবিতাদেবী। বেলা পড়তে থাকে সময়ের তালে তাল রেখে।

রাশি রাশি পাথুরে ধূলো ছড়িয়ে আমাদের জীপ সারিবদ্ধভাবে এগুতে থাকে দেবলসারির দিকে। ছিপছিপে চেহারার এক পরিণত কিশোর আমাদের জীপের চালক। পাহাড়ি পথে বাঁক নেবার সময় ভয়ে বাঁ দিকের পালিঘাট নদী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। কিশোর চালক কিন্তু নির্বিকার। আমি তার চোখমুখের দিকে তাকাই। পথের আতঙ্ক তাকে কিছুমাত্র আঘাত করে না। ভাবি এই অল্প বয়সে এত সাহস সে আত্মস্থ করলো কোন্ যাদুবলে! আসলে এদের জীবনের শু ও শেষ তো পাহাড়ের কোলেই, তাই এসব গা সওয়া হয়ে গেছে সম্ভবত। সমতলের মানুষের কাছে যা বিভীষিকা এদের কাছে তা জলভাতের মতোই সহজ হয়ে গেছে সম্ভবত। সমতলের মানুষের কাছে যা বিভীষিকা এদের কাছে তা জলভাতের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। জীপের জানলা দিয়ে অরণ্য ও সবুজ পাহাড়েরমাথায় সাদা মেঘ ও রৌদ্রের বর্ণময় খেলা দেখছি। সামনের সীটে বসুজির সঙ্গে চালকের গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছি। পেছনের সীটে শ্রীমতি বসুর সঙ্গে লীনা ও ভারতী দেবী সহ দীপিকা দেবী।

ব্রহ্মতালের পাশে ধীমানকে আবিষ্কার করা গেল আচমকাই। এবার আপশোষ হল জগমোহনের বাড়তি খাটুনির জন্য। রথিন চত্রবর্তী এবার প্রত্যয়ের পারদ চড়িয়ে বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম ধীমান অন্যপথে নাগটিববা যেতে পারে না। কারণ সবিতা দেবীর যে সময়ে ধীমানের সঙ্গে তাঁর দেখার কথা জানিয়েছিলেন -- তাতে কোনমতেই ধীমানের ওই সময়ে নাগটিববা পৌঁছনোর কথা নয়। এখন বুঝছি সবিতা দেবী আমাদের মিস্ গাইড করেছিলেন। যাহোক ধীমানের দর্শন পাওয়ায় সবিতা দেবীর বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি নিয়েকেউ আর মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। আমি বিষুওতালে খানিকটা নেমেও আবার উঠে এলাম। অনেকটা নীচুতে। বিষুও নেমে গেল ধীমানেরকাছে। ছবিও তুললো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকটাই বরফ দেখলাম তালের চারদিকে। নির্জন দিগন্ত, লেকের জল হিমায়িত নয়। ঝরণাহীন ক্ষ পাহাড়ের মধ্যে ছবির মত টলটলে জলাশয়। হয়তো ডিসেম্বরের ভরা শীতের তাপমাত্রায় এই লেকের জল হিমায়িত থাকে। প্রকৃতির অসহ্য সুন্দর র

পপ। এমন বর্ণময় চিত্রের স্বপ্নময় উদ্ভাস কোনও চর্যাপদের একটি উৎকৃষ্ট পদ (শবরপদ) রচিত হয়েছিল পাহাড়কে ঘিরেই উঁচা উঁচা পার্বত তঁহি বসই সবরী বালী / মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জবী মালি / উমত সবরো পাগল সবরো না কর গুলী গুহাডা তোহৌরি / নিঅ ঘরিণী নাম সহজ সুন্দরী ...'।

পাথরের বড় বড় চাঁই ফেলে পথ অবরোধ। সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো আমাদের জীপ। জীপ থামতেই দৌড়ে এলো কিছু বালক বালিকার সঙ্গে কিশোর - কিশোরীর দল। বিরক্ত চিত্তে নেমে পড়ে আমাদের সবাই। চালক হাঁটা পথে অবরোধ টপকে গিয়ে যায় সামনের দিকে। তাকিয়ে দেখি ডানদিকে রাস্তা নীচের দিকে রাজমিস্ত্রীরা পাথরের দেওয়াল তুলতে ব্যস্ত। ধবস নামার হাত থেকে বাঁচতে অধিকাংশ পাহাড়ি রাস্তার মোড়েই নীচ থেকে দেওয়াল তোলার রেওয়াজ এখানে। ফিরে এসে চালকও জানাল, আর এগুনো যাবে না। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। আমাদের হাঁটা পথেই বাকি পথটুকু পাড়ি দিতে হবে। এবার মোট বাহকের খোঁজে ব্যস্ত হলেন দলপতি ডিসি ঠাকুর। সঙ্গে মালপত্তর কম নয়। সঙ্গে ভুরি ভোজনের যাবতীয় রসদ সহ বাক্স প্যাটরা। বসুজি ব্যস্ত হলেন লাঠি সংগ্রহে। আমাকে নিয়ে উঠে এলেন কিছুটা ওপরে -- ভূমিপুত্রদের আস্তানায়।

ধীমানকে নিয়ে বিষুঞ উপরে উঠে না আসা পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম পথের ঢালে। খানিকক্ষণ বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন প্রদ্যোৎবাবু ও বিষুঞবাবু সহ আরও কয়েকজন। পথ ভুল করে নীচের দিকে অন্য একটি ঢালে নেমে গিয়েছিলেন ওরা। পরে ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথ খুঁজে পান। সবিতা দেবী পেছনে ছিলেন। সঙ্গে রামপ্রসাদ। ওরাও এলেন একে একে। ততক্ষণে বিষুঞকে নিয়ে ধীমানও এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। খানিক পরে জগমোহনও। ওকে অকারণে কষ্ট দেবার জন্য আমরা তখন অনুতপ্ত। প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সেকথা জানানোও হল ওকে। কিন্তু তাতে কি আর ওর কষ্ট কমলো? প্রদীপ তার কস্যাকের গোপন ভান্ডার থেকে বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাবার বের করলো। যদিও তা হাতে হাতে ভাগ হয়ে পরিমাণগত দিক দিয়ে এমন আকার নিলো যে, তা গলাধঃকরণে বিন্দুমাত্র সময় নিলো না। ধীমান ও সবিতা দেবীর ভাগ্যে শক্ত লুচি - আলুরদমও জোটেনি। অভুক্তই বলা ভালো।, ধীমান তার চিঁড়েভাজা ও জল আগেই সবিতা দেবীকে দিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে তুলে দেবার আগে। কিন্তু তাতে কি ওরা পথক্লান্ত পেটের খিদে মেটে!

ফিরে আসি চর্যাপদের কথায়। আকাশের তলায় শূন্যতাকে খুঁজতে খুঁজতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো পর্বতে যে শবরী বালিকাটি, সে লীলাময়ী আরণ্যক সৌন্দর্যে অসামান্যা। তার খোঁপায় রয়েছে শিখাপুচ্ছ। বুকের ওপর দুলছে গুঞ্জার মালা। কানের দুল উজ্জ্বলতর হচ্ছে সূর্যের চুম্বনে। পাহাড় জুড়ে প্রকাশ পাচ্ছে তার মোহিত রূপ। এর সামনে ও পেছনে দাঁড়িয়ে বৃক্ষের দল। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে পড়ছে তার ডালপালা। আদিম কোন সমাজের এই নারীকে কয়েকটি আঁচড়ে সমগ্র চিত্রপট জুড়ে এমনভাবে এঁকে দিলেন কবি--- তারপরে গূঢ় অর্থ জানা যাক আর না যাক পাহাড়ের কোলে ছুটে বেড়ানো পর্বত সুন্দরীর প্রতি যে কোন মানুষের মন আকৃষ্ট হবেই। যেমন আমাদেরও হয়েছে। তাই তো ডি সি ঠাকুরের আহ্বানে ছুটে এসেছি নাগটিববার পথে। সেভাবে কাউকেই জানি না, চিনি না -- তবুও এদেরসঙ্গে নিজেকে সামিল করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হয়নি।

নাগটিববা থেকে ফেরার সময়ই জগমোহনকে বলা হয়েছিল -- এবার আর বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সবাই একসঙ্গে ফিরবো। কারণ পাহাড়ি বনের অন্ধকার পথে দলছুট হলে বিপদের সম্ভবনা আছে। হারিয়ে গেলে সারারাত পাহাড়ের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে। পরন্তু জানোয়ারের পেটে যাবারও সমূহ সম্ভাবনা। সম্ভাব্য বিপদের কথা শুনে সবাই সম্মতও হই। কিন্তু পথে নেমে ভুলে যাই নিজেদের অঙ্গীকার। এমনকি, যিনি ফেরার পথে একসঙ্গে চলার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন -- সেই রথিন চক্রবর্তীও দেখি নিজের অঙ্গীকার সম্পর্কে নির্বিকার। বসাক পরিবার জগমোহনের সঙ্গে সবার আগে ছুটে চলেছেন। যেন অশ্বমেধের ঘোড়া। পেছনে ফিরে তাকানোর প্রয়োজনবোধ করছেন না। তাঁরা যে কোন টিমের সঙ্গে এসেছেন তাও বেমালুম ভুলে আছেন। ফলে বিশ্রামের পরে ধীমানকে নিয়ে সবাই আবার চলা শু করতেই বসাক পরিবার জগমোহনের সঙ্গে উধাও। রথিন চক্রবর্তী, তাপস সরকার, বিভাসদের সঙ্গে এ অধম মাঝখানে। আর সবিতা দেবীকে নিয়ে রামপ্রসাদ সবার পেছনে।

দেবলসারির কাছাকাছি এসে এমন অপ্রত্যাশিত পথযন্ত্রণায় সবাই বিমূঢ়। মাথার ওপর চড়া রোদ। পায়ের নীচে ভয়ংকর পথ। পাহাড়ের ঢাল বেড়ে ঝুরো পাথরমাটি অস্পষ্ট পথরেখা। এতটাই খাড়া ও সংকীর্ণ যে হামাগুড়ি দিয়ে চলার অবস্থা

আর কি! নীচে ডানদিকে বিশাল খাদ। একবার পা ফস্‌কে গড়ালে পায়ে হেঁটে ওপরে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। একমাত্র দড়ি ধরে ওঠা ছাড়া। পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বুঝি। টানটান ভয়ংকর পথকে সহজ করতে জগমোহনই ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দেয়। মধ্যদুপুরে ভয়ার্ত হরিণের মতোই পাড়ি দিই সেই ভয়ংকর পাহাড়ি পথ। জমাট বাঁধা আনন্দ ভেঙে যায়। ভেঙে যায় সময় ও দীর্ঘশ্বাস। এগিয়ে যায় অনেকে। দূর থেকে দেখি বসুজির হাত ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছেন শান্তি দেবী।

সবিতা দেবীকে সঙ্গ দিতে রামপ্রসাদ ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। দূর থেকে চোখে পড়ে গাছের ডালে কিম্বা শেকড়ে পা বেঁধে সবিতা দেবী হোঁচট খেয়ে গেলেন। এগিয়ে চলা রথিনবাবুকে ডেকে দাঁড় করাই। কাছে আসতে দেখি, সবিতা দেবীর পা অনেকটাই কেটে রক্ত ঝরছে। ধীমান তার বোরোলিনের টিউব খোঁজে। কিন্তু সময়মত মেলে না। এমন উট্‌কো ঝামেলায় বিভাস বিরক্ত। সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা কষ্টভুলে সামনের দিকে পা বাড়ান রামপ্রসাদের সঙ্গে। কিছুটা চলার পর সবিতা দেবীকে এগুতে বলে রামপ্রসাদ, বিভাস, তাপস, প্রদীপ ওরথিন চক্রবর্তী বিশ্রাম নিতে বসে পড়েন। বিকেল তখন পাঁচটা। আমি এগিয়ে চলি সামনের দলে নিজেকে সামিল করার জন্য। পেছনেফিরে দেখি, সবিতা দেবী অনেকটা পেছনে একা। চলন্ত পায়ে অকৃতজ্ঞ গতি আনতে পারি না। বিপদের সময়ে মানুষের পাশ থেকে মানুষের সরে যাওয়া মেনে নিতে কষ্ট হয়।

দেবলসারির বনবাংলোর পথে এবার খানিকটা উৎরাইয়ের পথ। নীচে একটি জলাধার পেরিয়ে আবার চড়াই পথে এগুতে থাকি।শ্রীমতি পূরবী বসু অনেকটা এগিয়ে। বসুজি কিছুটা পেছনে। দূর থেকে বনবাংলোর কায়া স্পষ্ট হয় ক্রমশঃ। সূর্যের শেষ আলো পৃথিবীর বুক থেকে সরে যাচ্ছিল। স্ত্রীর চলার গতি দেখে বসুজি উদ্দীপ্ত হন কিছুটা। ভাবেন বুঝিবা -- না, সঙ্গে এনে ভুল করেননি। চেষ্টা করলে পায়ে পায়ে নাগটিব্বা পৌঁছেও যেতে পারেন । পথ হয়নি শেষ পথ চলেছে পথের গভীরে। সতর্ক পায়ে বোল্ডারের পর বোল্ডার পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলি বাংলার দিকে। মনে মনে প্রার্থনা জানাই, হে পাহাড়, নগরযন্ত্রণায় দগ্ধ মানুষের বুকে একটু স্পর্শ দাও। যেন প্রতিটি মানুষ মানুষেৰ কাছে গেলে মানবতার গন্ধ পায় ; যেন একটা ভাঙা হৃদয় তোমার স্পর্শে ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সবিতা দেবীর জন্য দাঁড়াতে হয়। কাছে এলে দুজনে ধীরে ধীরে এগুই। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম দিকে। পাহাড়ি অরন্যে নামে অন্ধকার। ততক্ষণে জগমোহনকে নিয়ে বসাক পরিবার আমাদের নাগালের বাইরে। বিশ্রামান্তে রথিন চক্রবর্তী এ্যান্ড কোং - ও এবার অনেক পেছনে। বৃন্দাকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে এবার নিজের গভীর সঙ্কটের সামনে পড়ি। সম্ভাব্য বিপদের বর্ণময় সংলাপ ধবনি বাজে বুকে। কতভাবে শুনি পাতার গুঞ্জন, কুলায় ফেরা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। জানি না শেষমেষ অসমাপ্ত পথ ফেলে যেতে হবে নাকি আজ! হিংস্র জানোযারের মুখে নিজেকে অসহায়ের মত সঁপে দিতে হবে কি না। অন্ধকার অরণ্য পথে ভেসে আসে না কোন আলোর রেখা। আঁধার ঘেরা সারা আকাশ খুঁজে পাইনি নদী/ সন্ধ্যারাতে পাহাড়িবনে যাই হারিয়ে যদি/ খুঁজতে তুমি কোথায় যাবে? কোন পাহাড়ের ধার/ পথ হারানো গহন বনে নজর কারে কার?

১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা দু'টার সময় পৌঁছই দেবলসারি। এখান থেকেই পরদিন অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারির সাতসকালে আমাদের ট্রেকিং শু হবে -- গন্তব্য নাগটিব্বা! এখানকার বনবাংলা আগাম বুকিং করা আছে। সঙ্গে বাড়তি কিছু তাঁবু। কারণ দলের সবার স্থান সঙ্কুলান হবে না বাংলোতে। অতএব দেবলসারি পৌঁছেই শু হয় তাঁবু খাটানোর পর্ব। ডি সি ঠাকুরের অনুরোধে এ অধমও হাত লাগায় রামপ্রসাদ, বিভাস ও বিষ্ণুর সঙ্গে। দেবলসারির পাইন দেওদারের ঘন অরণ্য দেখে সমতলের কবি সিদ্ধার্থ সিংহের 'গাছ' কবিতাটি মনেআসে অকস্মাৎ - জঙ্গলের প্রতিটি গাছই পাশেরটাকে ছাপিয়ে মাথা তুলতে চায় শূন্যে/ যাতে আঙ্গুল তুলে সবাই তাকে সহজে বলতেপারে -- ওই যে / যাতে উড়ে যেতে যেতে কাক - পক্ষি সকলেই / তার মুকুটের ওপর বসে দু-দন্ড জিরিয়ে নিতে পারে / যাতে ওপরে উঠবার জন্য আগাছারা সারা জীবন ভিড় করতে পারে তার পায়ের কাছে / জঙ্গলের প্রতিটা গাছই পাশেরটাকে ছাপিয়ে মাথা তুলতে চায়/ আকাশে, সূর্যের দিকে / এতকাল জঙ্গলে কাটিয়েছে মানুষ। সে পাল্টাবে কি করে?

'পথ হারানো, গহন বনে' সত্যিই নজর কাড়ে না কারও। সন্ধ্যারাতে পাহাড়ি বনে সত্যিই একসময় দলছুট হয়ে পড়ি সবিতা দেবীর সঙ্গে। বৃদ্ধার মন্থর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেও তখন আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা। চারদিকে গাছপালা, গভীর অরণ্য, মাঝখানে প্রাচীর তুলে অন্ধকার তার ঘনত্ব বাড়ায়। সঙ্গে টর্চ নেই। বসুজির জিম্মায় ছিল আমার ছোট্ট

টর্চটি। তিনি তো বেলা বাড়ার আগেই টর্চসহ নেমে গেছেন দেবলাসির দিকে। সবিতা দেবীও জানালেন -- তাঁর কাছে কে ান টর্চ নেই। অরণ্য পাখিদের বন্ধু। তাদের দেওয়া ডালে রোজ আকাশ ছোঁয়ার। অরণ্য বন্য হিংসার আশ্রয়স্থলও বটে। কিন্তু মানুষ তো তাকে ধর্ষণ করতে ছাড়েনি। সে কেন দেবে আমাকেরাতের আশ্রয় তার বুকে। ভয়ে চিৎকার করি জগমে াহনের নাম ধরে। কিন্তু কোথায় জগমোহন? সে তখন আগের ব্যাচকে নিয়ে বহু দূরে যেখানে অধমের চিৎকার পৌঁছয় না। চারদিকে নৈঃশব্দ্যের যতি চিহ্। তারই মাঝে আরণ্যক নির্জনতাকে ছিঁড়ে খুড়ে ডাক দিই জগমোহনের নাম ধরে। অপ্রচলিত অন্ধকার পথে সবিতা দেবীকে হাত ধরে নিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। অন্ধের মতো আগে লাঠি ঠুকে পরে পা ফেলি। জগমোহনের সাড়া না পেয়ে বার বার হাঁক দিই রথিন চক্রবর্তীর নাম ধরে। না, পেছন থেকেও কোন সাড়া মেলে না। উপচে পড়া অন্ধক ারের ভিড়ে পথ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় একসময়। কোনদিকে পাহাড়ের দেওয়াল আর কোনদিকে খাদ ঠ াহর করতে পারি না। নিবিড় অন্ধকারের সঙ্গে সবুজ মিলেমিশে যেন একাকার। পাতায় ছাঁকনি গলে আকাশের নিস্তেজ অ াভাও চোখে আসে না। মনে হচ্ছে বাইরের পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে আছে। নিটোল নির্ভেজাল নৈঃশব্দ্য যেন দৈত্যের মতো প্র াচীর তুলে দাঁড়িয়ে সামনে। জগমোহন জানিয়েছিল রাতের অন্ধকারে জানোয়ার বের হয় এই অরণ্য পথে। এখন রাত কট া বাজে তা দেখারও উপায় নেই বনজ অন্ধকারে।

'দূর অতি দূর মেঘের চাঁদোয়া ছুঁয়ে / নম্রতার উত্তরঙ্গ দোলায় / একক ধ্যানের মত / উদ্ধত বড়াই নিয়ে দিন আর রাত্রি জাগে / একাকী পাহাড় ...'। অচেনা গাছগাছালির গা বাঁচিয়ে অজানা অন্ধকার পাহাড়ি পথ। হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, মৃত্যুর ওপর কীভাবে জীবন দাঁড়িয়ে! সবিতা দেবীকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পারতাম অনায়াসে। ঠিক যেভাবে এগিয়ে গেছেন আমাদের দলের সামনের অংশটি। কিন্তু মনুষ্যত্বের মাথা খেয়ে জগমোহনের সঙ্গে দ্রুত পা মেলাতে পারিনি। বৃদ্ধা আমার কেউ নন। এখানে আসার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয়ও ছিল না আমার। তবুও আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁকে একা ফেলে প্রশস্ত পায়ে এগিয়ে যেতে পারিনি। মানবিকতার হাতে অসহায় ধরা পড়ে গেছি। অন্ধকার হাসে খিল খিল করে।

টর্চটা নিজের কাছে রাখিনি বলে এখন হাত কামড়াচ্ছি। ক্যাপ্টেন অমূল্য সেন গতকাল টিম মিটিংয়ের সময় পই পই করে সঙ্গে টর্চ রাখার কথা বলেছিলেন। আসলে বসুজি ওভাবে মাঝপথে নেমে যাবেন বুঝতে পারিনি আগে। আপন খেয়ালে এগিয়ে পড়েছিলাম অনেকটা। জানিয়ে যাবার সুযোগ পাননি তাই। ঘোড়ার পিঠে আমাকে টপকে এগিয়ে যাবার সময় ব্য ানার্জীবাবু জানান সস্ত্রীক বসুজির নিচে নেমে যাবার কথা। তখন আর পাকদন্ডি পথে ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তাঁছাড়া টর্চের কথাও মনে পড়েনি সে মুহূর্তে। মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল শুধু নাগটিববার কথা। অন্য কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেবার অবকাশ ছিল না। নাগটিববার নেশায় তখন মাতোয়ারা।

'মেঘ পরীরা উড়ে বেড়ায়/ মেঘ পাহাড়ির দেশে / শাল পিয়ালের সেগুন বনে/ আকাশ ওঠে হেসে/ পাহাড় মাটি সাগর নদী/ এক সুরে গায় গান/ সবুজ ধরা ছন্দে ভরা/ ছড়ায় মধুর ঘ্রাণ।' এভাবেই ছড়ায় ছড়ায় আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে পাহাড়। সেই ছোটবেলায় বইয়ে পাহাড়ের ছবি দেখেছি। বাড়ির বড়দের কাছে পাহাড়ের অনেক গল্পও শুনেছি। রূপকথ ার রাজপুত্তুর অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে পৌঁছে যেত রাজকন্যার দেশে। আর সেই পৌরাণিক কাহিনী - বিন্ধ্য পর্বত বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাই অগস্ত্য তার কাছে যেতে বিন্ধ্য পর্বত মাথা নামিয়ে দিল। অগস্ত্য বলেছিলেন, তিনি যতদিন না ফিরবেন বিন্ধ্য যেন মাথা না তোলে। অগস্ত্য আর ফিরলেননা; বিন্ধ্যের আর মাথা তোলাও হল না। বড় হয়ে আবার হিম ালয়ের কথা জেনেছি। জেনেছি এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরকের দুঃসাধ্য অভিযানের কথা। আর পরিণত কৈশোরে সিনেমার পর্দা তো পাহাড় প্রেমকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু নাগটিববার পথেএসে টের পেলাম নজলের 'দুর্গম গিরি' কথা দুটোর যথার্থতা। ওঠার সময় তো বটেই নামার সময়ও একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি বারবার -- কেন যে এল াম!

দৃষ্টিহীনদের মতোই লাঠি ঠুকে বাঁ দিকে ঘেঁসে পা ফেলছি। ডান হাতে সবিতা দেবীকে ধরে সন্তর্পণে এগোই। জগমে াহনকে ডেকে ডেকে গলার স্বরও তখন বিপর্যস্ত। ভাবছি মানুষের গন্ধ পেয়ে জানোয়ার ছুটে আসে কিনা! ছোটবেলায় জেনেছি ভালুক মৃতের মাংস ছোঁয়া না। সুতরাং সাময়িকভাবেশ্বাস - প্রশ্বাস বন্ধ করে না হয় ভালুকের হাত থেকে বাঁচা য াবে। কিন্তু মুশকিল হল, রাতের অন্ধকারে ভালুক না লেপার্ড বুঝবো কি করে? তাছাড়া তেনারা যদি সামনে এসেই পড়েন

তো হৃদযন্ত্রের সচলতা বজায় থাকবে তো? সবিতা দেবীকে সাময়িকভাবে ছেড়ে পালাবার পথ যখন বন্ধ তখন মরা - বাঁচা নিয়ে এত চিন্তাভাবনা তো মুর্খামি।

দেবলসারির সৌন্দর্যব্যঞ্জনা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ঘন বনজ সবুজে ঘেরা বনবাংলার শোভা সহজেই নজর কাড়ে পর্যটকদের। সুন্দর তার আবেশ যেন নেশা ধরায়। সমতলের আর্জি সম্পদ অনায়াসে হারিয়ে এই পথে বাউল হওয়া যায়। কোন দক্ষ শিল্পীর পার্থিব তুলির টানে এমন অসহ্য সুন্দরের জন্ম হয় না, কোন অপার্থিব হাতই যেন এর প্রকৃত স্রষ্টা। বনজ তন্ময়তায় বুঁদ হতে হয় সর্বক্ষণ।এমন নিসর্গ চেতনায় ডুব দেবার সুযোগ জীবন খুব কমই আসে। কাব্যিক ঢঙে উচ্চারিত হয়, 'দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছুঁয়ে/ রূপোলী রঙ-বাহার/ পাহাড়!/ এগিয়ে চলা গতির টানে / ঘুম ভাঙে না কাহার/ পাহাড়!/ জাগায় বুকে ভরসা আশা/ মাভৈঃ আশিস্ তাহার/ পাহাড়!/ কে দেয় নদী ঝর্ণাধারা/ গাছের মুখে আহার/ পাহাড়!/ উঠতে বলে ছুটতে বলে/ কেন বলে না যা হার / পাহাড়।'

কতক্ষণ যে সবিতা দেবীকে নিয়ে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছি পাহাড়ি অরণ্যের আঁধারে বুঝতে পারলাম তা জগমোহনের সন্ধান পেয়ে। রাত তখন পৌনে আটটা। দীর্ঘক্ষণ পেছনের দলের সন্ধান না পেয়ে জগমোহন বোধহয় দাঁড়িয়েছিল তার অগ্রগামী সঙ্গীদের নিয়ে। অবশেষে আমার ভয়ার্ত চিৎকারের সাড়া পাই তার তরফ থেকে। 'ম্যায় ইধার হু'। দূর থেকে ওর টর্চের আলো অনুসরণ করে এগোই সবিতা দেবীকে নিয়ে। বসাক পরিবার, লীনা ধর, প্রদ্যোৎবাবু, ব্রহ্মবাবু, ধীমান, প্রদীপ পালদের নিয়ে জগমোহন তখন বহাল তবিয়তে। আমাদের অনেকটা পেছনে ছিলেন রথিন চক্রবর্তী, সঙ্গে ছিল রামপ্রসাদ, বিভাস, তাপস প্রমুখ। এবার ওদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করার পালা। সবাই একত্রিত হলে এবার দলবেঁধে চলা শু করি আমরা।

'ছুটির দিনে একলা ঘরে / মন হারিয়ে যায় / পাহাড় ডাকে চুপিচুপি/ আয়রে ছুটে আয়।' পাহাড়ি ডাকে সাড়া দিয়ে গাড়ি চেপে দার্জিলিঙ গ্যাংটক দল বেঁধে পাওয়া একজিনিস আর হাঁটাপথে দুর্গম পাহাড় চূড়ায় পৌঁছনো অন্য জিনিস। এই অন্য জিনিসের মুখোমুখি না পড়লে ট্রেকিং সম্পর্কে এ অধমের ধারণা থাকতো নিতান্তই অপরিণত। কল্পনার পাখা মেলে ছড়া কেটে বলতাম 'উঁচু উঁচু পথেরবাঁকে / পিছলে পড়ে পা / পাহাড় বলে, আমারকোলে / একটু বসে যা।' উঁচু উঁচু পথের বাঁকে পা পিছলে পড়লেও পাহাড়ের কোলে বসার সুযোগটি কিন্তু মোটেই নেই। কানে আসবে জগমোহনের জিজ্ঞাসা --- থ্যক্ গ্যায়ে বাবু? পরক্ষণেই তার সতর্কবাণী ঃ রাত নামারআগেই আমাদের দেবলসারি পৌঁছনো চাই এ পথ মোটেই নিরাপদ নয়। মনে মনে বলি, নিরাপদ নয় তো বুঝলাম বাপুহে; কিন্তু পা যে আর চলতে চাইছে না। যদিও স্নেহলতা বসাক ও তাঁর পুত্রকন্যারা তখনও বেশ চনমনে এবং ইচ্ছে করলে তাঁরা আরও একবার নাগটিববা ঘুরে আসতেও পারেন অনায়াসে। ওঁদের এমন অফুরন্ত প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত রহস্য অন্য অনেক কিছুর মতোই আজও আমার বোধগম্যের বাইরে।

রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে বনপাহাড়ে। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে আতঙ্কও। জগমোহনের চোখেমুখেও উদ্বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট।গতকাল রাত্রে ভূমিপুত্রের সতর্কবার্তায় কান দেওয়া একমাত্র বণ বসু ছাড়া দলের অন্য কেউ প্রয়োজন বোধ করেননি। আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি জগমোহনের আগাম বার্তার যথার্থতা। কিন্তু এখন আর টের পেয়েই বা কি লাভ! এই মূহূর্তে বসুজি সঙ্গে থাকলে উপদলপতি রথিন চক্রবর্তীর সঙ্গে একপ্রস্থ তর্কযুদ্ধ ছিল নিশ্চিত। গতকাল সন্ধ্যেয় অমূল্য সেন সবাইকে নিয়ে নাগটিববা অভিযানের যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তার বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন একমাত্র বসুজি এবং বসুজির বিরোধিতায় পাল্টা সরব হয়েছিলেন খোদ উপদলপতি রথিন চক্রবর্তী। দলের অপরিণত সিদ্ধান্তের এমন টাটকা ফল হাতের সামনে পেলে বসুজি নিশ্চয়ই সবোধ বালকের মতো চুপ করে থাকতেন না। হাপাড়ি অরণ্যের নৈশ নিস্তব্ধতা তছনছ করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতিবাদে মুখর হতেন তিনি।

জগমোহনের নেতৃত্বে টর্চের আলো ফেলে সাবধানে পা ফেলছি আমরা চড়াই উৎরাইয়ে পথে। হঠাৎ দূর থেকে কানে ভেসে এলো পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ। 'আমরা বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভুল পথে দেড় - দু কিলোমিটার পথ হেঁটেছি। কিন্তু নীচে নামার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।' দলপতি ডিসি ঠাকুরের কণ্ঠস্বর । আমাদের চর্টের আলো অনুসরণ করেই তাঁর এই স্বীকারোক্তি। ঠাকুর একা নন,সঙ্গে তাঁর মৈত্র গিন্নি অর্থাৎ গৌরী বৌদি। খোদ দলপতিই দিক্‌ভ্রান্ত। ওঁরা নাগটিববা পৌঁছতে পারেননি। মাঝপথ থেকে ফেরার সময়ই এমন বিপত্তি। দলপতির পথ হারানো নিয়ে আমাদের ন

াগটিবরা ফেরৎ যাত্রীদের মধ্যে মৃদু নয়, উচচস্বরে গুঞ্জন দানা বাঁধে ধমকে ওঠেন রথিন চক্রবর্তী। আপনারা চুপ কন। নীচে নেমে আলোচনা করবেন। প্রদীপ পাল বলেন, আপনারা এভাবে কথা বলে ডিসি ঠাকুরের কোন কথাই শোনা যাবে না। ওদের তো আগে উদ্ধার করতে হবে।

'অন্য গল্প বলা দুপুরে স্মৃতি - পিয়ন / দিয়ে যায় বন্ধখাম / অরণ্য চলে গেছে দূরে .../ মাটির মত নরম বুকে রেখে গেছে শিলাররূপান্তর/ ছোট ছোট দুঃখচারা এখানে ওখানে/ শ্যাওলার অভিমান, কাঁটা ঝোপ, মরা রোদের/ ছায়া প্রিজম/ ...হাওয়ায় হারমোনিয়াম স্তব্ধ রেখে / অরণ্য সরে গেছে/ রেখে যাওয়া শুকনোপাতা বুকে/ বাজে বিষণ্ন রবিশঙ্কর।' এই কবিতায় দুপুরে আসা স্মৃতি - পিয়ন থেকে রবিশঙ্কর অব্দি এক দীর্ঘ পরিক্রমা। এখানে অরণ্য দৈনন্দিন জীবনের গ্রাহ্যতা থেকে সরে যাওয়ার খেদ। সেই স্মৃতির দুঃখচারা কবিকে বিষণ্ন সংগীতের মূর্ছনার দিকে নিয়ে যায়। অরণ্য তার সঙ্গে স ম্পর্ক বিচ্ছেদের চিঠি পায়। যে কোন আত্মবিচ্ছেদের স্মৃতির হনন মানুষকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। এটা এক প্রকৃতিসিদ্ধ অ াত্মীয়তার টান। মন কেমনের ভাঁড়ারে অরণ্য অনাদ্যন্ত অংশীদার।

ডিসি ঠাকুরের কথায় সাড়া দেন রথিন চক্রবর্তী ও প্রদীপ পাল। তাঁকে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয় উচচস্ বরে। ভূমিপুত্র জগমোহনকে পাঠানো হয় ঠাকুর - বৌদি সন্ধানে। অন্ধকার পাহাড়ি অরণ্যে সেই একমাত্র যোগ্য উদ্ধারকর্ত া। টর্চ হাতে মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় জগমোহন অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ি অরণ্য পথে। আমরা ভয়ার্তচিত্তে দলবেঁধে থমকে দাঁড়িয়ে থাকি নীরব ঘন বনজ অন্ধকারে। নীরবতার আঁচলে থাকে অশেষ প্রাময়তার নিঃসরণ। সম্ভাবনার গর্ভবীজ। অরণ্যে গতিময়তার পাশাপাশি আছে থমকে থাকা। এই দু'য়ের আরণ্যক ঘনিষ্ঠতায় দীর্ঘকাল বেড়ে ওঠা অরণ্য লিপি উদ্ধারের আগ্রহে সহসা মেতে উঠি। তন্ময়তা ভাঙে প্রদীপ পালের টর্চের আলোয়। একটি আঁটি ছাড়া লিচু গুঁজে দেন আমার হ াতে। জলের তৃষ্ণা মেটাই লজেন্সে। শুধু আমাকে নয়, প্রত্যেককেই তার অন্তর্বর্তীকালীন ভান্ডার থেকে লজেন্স সরবরাহ করেন প্রদীপবাবু। প্রতিটি মুহূর্ত কাটে গভীর আতঙ্কের মধ্যে। রাতের অন্ধকার পথে আচমকা ভালুক কিংবা লেপার্ড বেরিয়ে এলেন আর রক্ষে নেই। ঘন অরণ্যে পালাবার পথ অজানা। প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ছোটাছুটি করলেগভীর পাহা ড়ি খাদে পতন অনিবার্য। বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেও প্রতিবন্ধী হওয়া ঠেকায় কার সাধ্যি। জীবন মরণের মুখোমুখি দাঁ ড়িয়েজগমোহনের প্রত্যাবর্তনের প্রহরগুলি পাংশু মুখে। এখন বুঝতে পারছি, পঞ্চকেদার ঘুরে আসা অভিজ্ঞ ট্রেকার অধ্য াপক রথিন বসু কেন দেবলসারি এসেও নাগটিবরা অভিযানে সামিল হননি। এমন অসংগঠিত অভিযানে ঝুঁকি পায়ে প ায়ে। অতি উৎসাহের মানুস গুনতেহচ্ছে গোটা দলকে। কিন্তু এখন এমন চিন্তা করে মন খারাপ করা ছাড়া অন্য কোন উপ ায় নেই আমাদের সামনে। কিন্তু অবুঝমন কি সবসময় যুক্তি তর্কের ধারা ধারে না সান্ত্বনায় স্থির হয়।

প্রতিটি মিনিট যেন এক একটি ঘন্টা মনে হতে থাকে। দলপতি উদ্ধারে জগমোহন আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে গেছে বড়জোর মিনিট পনেরো হবে। অথচ মনে হচ্ছে এক ঘন্টার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি অরণ্যের অন্ধকারে। অযৌক্তিক ক্রোধ জমছে জগমোহনের 'দেরি' দেখে। পাহাড়ি পথে জীবনে কখনো এমন বেকায়দায় পড়িনি। অন্ধকারে পাশাপাশি জটলা চুপচাপ শে ানা ছাড়া উপায় কি। মনে পড়ে, কৈশোরের সিঁড়ি বাঙতে ভাঙতেই পৌঁছেছিলাম প্রথম পাহাড়ে। গাড়িতে চড়াই - উৎর াই সবুজ পাহাড় ছুঁয়েছিল মন। হাসিখুসির ডানা মেলা ভালো লাগা। যেদিকে দৃষ্টি যায় সৃষ্টির বিস্ময়।

একসময় ফিরে আসে জগমোহন। সঙ্গে পথ হারানো ডিসি ঠাকুর ও গৌরী মৈত্র। আবার চলতে শু করি আমরা। সম্মিলিত পায়ে অন্ধকার ঠেলে। জগমোহনের উপস্থিতি আমাদের সাহস যোগায় কিছুটা। দলপতি তাঁর পথ হারানোর কাহিনি চলতে চলতেই বর্ণনাকরেন আমাদের সামনে। ভাবি, আমাদের সঙ্গে দেখা না হলে সারারাত পাহাড়ি অরণ্যে পাক খেয়ে বিধবস্ত হওয়া ছাড়া ওঁদের অন্য কোন উপায় ছিল না। পরন্তু মৈত্র বৌদি সঙ্গে থাকায় বাড়তি বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত খোদ দলপতিকে। ঠাকুরই ঠাকুরকে রক্ষা করছেনঅনিবার্য বিপদের হাত থেকে।

অন্যের হাতের টর্চের আলোয় পথ দেখে সাবধানে পা ফেলে এগোই। কখনো শান্তিলতা বসাকের কন্য জয়িতাকে পথ দেখানো টর্চের আলো, কখনো ব্রহ্মবাবুর টর্চের আলোয় চলা পথকে অনুসরণ করে চলতে হয় নিজেকে। ওঁরা কেউ অ াগে পিছে হলে আমাকেও দ্রুত এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে সমতা বজায় রাখতে হয় মাঝে মধ্যে। এমন বাধ্যবাধকতার মধ্যে দুর্গম পাহাড়ের অন্ধকার অরণ্যপথে চলা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। বর্ণমালার সাধ্য কি তাকে বর্ণনা করার! কিংবা পাঠকেরই বা কি দায় পড়েছে তা গোগ্রাসে গিলে নেবার। আমাদের মতো অর্বাচীন ট্রেকারের মূর্খা

মির বোঝা কেন পাঠকের কাঁধে চাপানোর চত্রান্ত। কিন্তু মুশকিল হল,লিখতে গেলে লাগাম ছাড়া হয়ে যাই যে।
রাত তখন ন'টা হবে। বন্য জানোয়ারের উদর পূর্তির ষোল আনা সম্ভাবনাকে কপাল জোরে নস্যাৎ করে আমরা সবাই নেমে এলাম নীচের এক পাহাড়ি গাঁওয়ে। এখনও ঘন্টা খানেকের পথ বাকি। জগমোহন সূত্রে জানা গেল সবিতা দেবী ও মৈত্র বৌদি আর এগুতেপারছেন না এক পাও। অগত্যা ওই গাঁওয়ের অপরিচিত এক ঘরেই আশ্রয় নিলেন মৈত্র বৌদি ও সবিতা দেবী। সঙ্গে দলপতি ডি সি ঠাকুর ও লীনা ধর। গাঁয়ের মানুষ সানন্দে এগিয়ে এলেন আশ্রয় দিতে। এমন কি, ড ালে - চালে ফুটিয়ে রাতের আহারের ব্যবস্থা করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তারা। এত রাতে উটকো ঝামেলা বলে গাঁয়ের কেউ এড়িয়ে যাবার কোন চেষ্টা করলেন না। বরং আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেই আগ্রহী তাঁরা। শুনলাম, দীপিকা দেবীও মাঝপথ থেকে ফেরার সময় ক্লান্ত হয়ে পাশের গাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনিও সকালের আগে দেবলসারি ফিরছেন না। বাদবাকি সবাই জগমোহনের নেতৃত্বে দেবলসারির পথে এগুতে থাকি । এক নাগাড়ে জ্বালানোর ফলে টর্চের আলোও ক্রমশঃ ম্লান হতে থাকে। সুতরাং আলোর ক্ষেত্রেও এবার রেশনিং। একবার জ্বালিয়ে সামনের কিছুটা পথ দেখেনিয়ে এগুনো। আবার জ্বালানো। বন ছেড়ে এবার বোল্ডারের পথ। জগমোহন জানিয়েছিল যে, সে এবার অন্যপথে আমাদের দেবলসারি নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যুষে যে পথ বেয়ে নাগটিববা বেরিয়েছিলাম -- এবার সে পথে ফিরছি না।
প্রদীপ পাল, তাপস সরকার, বিষ্ণু বসাক এগিয়ে গেছে। উপদলপতি রথিন চত্রবর্তী এ অধমকে নির্দেশ দিলেন স্নেহলতা বসাক ও তাঁর কন্যা জয়িতাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, ব্রহ্মবাবু ও বিভাসকে নিয়ে রথিন চত্রবর্তী আসছেন জগমোহনের সঙ্গে।বোল্ডার বিছানো পথে টর্চ জেলে মেয়ে জয়িতাকে পথ দেখান স্নেহলতা বসাক। পেছনে অন্ধকারের চড় াই উৎরাই পথে হাবু ডুবু খাইআমি। স্নেহলতা দেবী ভুল করেও একবার পেছনের মানুষটির দিকে আলো ফেলেন না। প াহাড়ে সত্যি কি কেউ কারও আপন নয়? তাহলে নাগটিববা থেকে ফেরার পথে রামপ্রসাদ অতটা পথ বৃদ্ধা সবিতা মিশ্র কে কেন সঙ্গ দিয়েছিল? আর এ অধমই বা কি করে সূর্য ডোবার পর সবিতা দেবীকে সঙ্গ দিতে গিয়ে দলছুট হয়ে বিপজ্জনক অন্ধকার পাহাড়ি বন অরণ্যে দু'ঘন্টা হাবুডুবু খোলো?
আমাদের পাহাড়ি পাচক বলবীরের বাড়ি। সবাই এখানে একত্রিত হয়ে চা-জল খেয়ে একটু তাজা হবার চেষ্টা আর কি। এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। গতকাল যে পথে জীপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে দেবলসারির বনবাংলোয় পৌঁছেছিলাম -- সে পথেই আবার নিয়ে চলেছে জগমোহন। মেঘেরা এখানে জমাট আড্ডা দেয়। মনে হবে উনুনের ধুঁয়ো। বলবীরের বাড়ির দাওয়ায়ও দেখি মেঘেরা পরস্পর ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝি বা স্বাগত জানাচ্ছে। ওদের আল্‌তে া গা ঘেঁষাঘেঁষি কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। কিন্তু বুঝতে পারি না ওদের নৈশকালীন গোপন আড্ডার ভাষা।
কুয়ো থেকে জল তুলে এনে দেয় বলবীরের বাড়ির লোকজন। পথক্লান্ত নাগটিববা ফেরৎ যাত্রীরা সারা দিনের তৃষ্ণা মেট ায় সেই ঠান্ডা জলে। এখন আর জলপানের ক্ষেত্রে কোন রেশনিং নেই। কারণ ফুরিয়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত নই কেউ। জলপানের শেষে আসেতখন অমৃত সমান। চায়ের পূর্ণ পাত্র শূন্য হতে সময় নেয়। অবসন্ন ভাব যেন খানিকটা কম বোধ হয়। ইতিমধ্যে রথিন চত্রবর্তী, ধীমান, বিভাস, প্রদ্যোৎবাবু ও ব্রহ্মবাবু উপস্থিত। সঙ্গে কান্ডারি জগমোহন -- নাগটিববার প াকদন্ডিপথ যার হাতের তালুর মতোই চেনা। 'আপলোগ সব চলিয়ে' । তাড়া দেয় সতর্ক জগমোহন। আমাদের দেবলসা রির বনবাংলোয় পৌঁছে দিয়ে তাকে আবার ফিরতে হবে নিজেরগাঁওয়ে। সুতরাং জগমোহনের উদ্বিগ্ন হবার যথার্থ কারণ আছে। অতএব চা পানের সামান্য বিরতির পর আবার এগিয়ে যাবার জন্য পা ফেলি সবাই। বলবীরের উঠোনে মেয়েদের জমাট আড্ডা তখন ও অটুট। কিন্তু সে আড্ডায় কান দেবার বাসনা থাকলেও উপায় নেই। জগমোহনের নেতৃত্বে নির্জন পাহাড়ি পথ দাপিয়ে চলে আমাদের দলের ক্লান্ত অবশ্রান্ত সদস্যরা। এক এক সময় মনে হয়, পথ কি আর শেষ হবে না ? সূর্য ওঠার আগে শু হয়েছিল আমাদের প্রথম চলা। এখন রাত পায় সাড়ে নটা। তবুও হাঁটার শেষ নেই। কখন শেষ হবে তাও ঠিক বুঝতে পারছি নে। জগমোহনকে জিজ্ঞেস করলে বলে, আউর থোরা সাব।
থোরা তো বুঝলাম। কিন্তু আর কতটা পথ হাঁটলে তার থোরা'র ইতি ঘটবে জানি না। শুধু এ অধম কেন, দলের কেউ জ ানে না কান্ডারির থোরা'র যথার্থ পরিমাপ। কিন্তু এ নিয়ে জগমোহনের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বোধহয় সমীচিনও নয়। এ পথে সেই আমাদের একমাত্র ভরসা। সে তার দায়িত্ব অস্বীকার করলে আমাদের পক্ষে কোনভাবেই দেবলসারি পৌঁছনো সম্ভব নয়। যদিও জানি, পাহাড়ি মানুষেরা ঋিস্ত হয়। বেইমানি তাদের রক্তে নেই। সুতরাং সম্পূর্ণভাবেই তাকে নির্ভর করা

চলে। এতটা পথ তার সঙ্গে এসেছি, অবাধ্যতার সামান্যতম নজিরও সে রাখেনি। সবিতা দেবীকে নিয়ে অসময়ে পুনরায় সে নাগটিববা মন্দিরে যায়নি বটে; তবে আমাদের সম্মিলিত অনুরোধে সে ধীমানের খোঁজে ফেলে আসা নাগটিববার পথে সেখানেই উপস্থিত আমরা। শুধু তফাৎ এই যে, গতকাল এ পথে ছিল সূর্যের প্রখর আলো, আজ সেখানে রাতের নিকষ অন্ধকার। ভয়ে গা শিউরে উঠল। আবার সেই বিপজ্জনক ঢাল পথ বেয়ে এগোতে হবে? একে একে টর্চের আলোয় সন্তর্পণে জগমোহনের হাত ধরে ওই টালপথটুকু পোরোই। তারপর ঝর্ণার জলে ভরা পাহাড়ি খাদ পেরিয়ে বোল্ডার ফেলা কঠিন চড়াই পথ। রাতের অন্ধকারে পথ আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে আমাদের চলার পক্ষে। প্রদ্যোৎবাবু বয়স্ক লোক। অন্ধকারে বোল্ডার পেরিয়ে এগুতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তাও বুঝতে পারি। না পারলে জগমোহন এগিয়ে এসে হাত ধরে সাহায্য করছে। রাতে নির্জনতাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চলি দেবলসারির বনবাংলার দিকে। আঁধার ভেদ করে টর্চের আলোয় পাইন দেওদারের সারি চোখে পড়ে। বুঝতে অসুবিধা হয় না আমরা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।